গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০০০.১০৬.৯৯.০০১৫.২৫-১৫৫

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৪ জুলাই ২০২৬

বিষয়: অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ ও পরিমাপযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

সূত্র : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নম্বর : ৪৫.০০.০০০০.১৬৮.২৪.০০২.২৬-৩১৬, তারিখ: ০৫ জুলাই ২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ ও পরিমাপযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ২৩ জুলাই ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত
'সমন্বয় কমিটি'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী ১০ (দশ) পৃষ্ঠা।

মো: রবিউল ইসলাম
যুগ্মসচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৬৭৭
ইমেইল: urbandev1@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, -----------------ওয়াসা (সকল);
২. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
৩. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা;
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ------------------------------ সিটি কর্পোরেশন (সকল);
৫. প্রশাসক, -------------------------- পৌরসভা (সকল)।

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০০০.১০৬.৯৯.০০১৫.২৫-১৫৫/১(৮)

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ / ১৪ জুলাই ২০২৬

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. যুগ্মসচিব (পানি সরবরাহ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়াসা-কে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ);
৩. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ (পৌরসভা-কে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ);
৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৬. যুগ্ম সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৭. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-৩ অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ;
৮. অফিস কপি।

মো: রবিউল ইসলাম
যুগ্মসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.hsd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৫.০০.০০০০.১৬৮.২৪.০০২.২৬-৩১৬ তারিখ : ২১ আষাঢ় ১৪৩৩ / ০৫ জুলাই ২০২৬

বিষয়: গত ২২ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, গত ২২ জুন ২০২৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৪০০, চতুর্থ তলা, মন্ত্রিপরিষদ ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত সমন্বয় কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৮ ফর্দ

০৫/০৭/২০২৬
মোঃ আবদুল আজিজ
উপসচিব
বিশ্বস্বাস্থ্য-১ শাখা
ফোন নম্বর: ০২-২২৩৩৯০১২৯
ই-মেইল: wh1@hsd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
৪. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ
৬. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৭. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
৮. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৯. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১২. পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
১৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
১৫. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৬. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৭. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ
১৮. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৯. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২০. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
২২. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২৪. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২৫. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
২৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
২৭. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ডায়েরি নং: ২৮১
তারিখ: ৬/৭/২৬
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (নগর উন্নয়ন-১/২)
উপসচিব (নগর উন্নয়ন-১/২)

২৮. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২৯. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৩১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩২. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩৩. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩৪. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৩৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩৬. অতিরিক্ত সচিব, বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৩৭. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০৮/০৯/২০২৬
মোঃ আবদুল আজিজ
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বিশ্বস্বাস্থ্য-১ শাখা

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত 'সমন্বয় কমিটি'র প্রথম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	নাসিমুল গনি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
সভার তারিখ	:	২২ জুন ২০২৬ খ্রি, সকাল ১০:০০টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ নং-৪০০, চতুর্থ তলা, মন্ত্রিপরিষদ ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট –'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকল সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগ যেমন- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ও দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক, দেশের প্রতি চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের একজন উচ্চ রক্তচাপে ভোগে, প্রতি দশজনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়, মোট জনসংখ্যার ৩৫.৩% মানুষ কোন না কোনভাবে তামাক ব্যবহার করেন, সুপারিশকৃত মাত্রার দ্বিগুণ লবণ গ্রহণ করে থাকেন এবং ৯৬% মানুষ কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কম ফল ও শাকসব্জি গ্রহণ করেন। ফলে, অসংক্রামক রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের জীবনযাপনের ধরন, গতানুগতিক খাদ্যাভ্যাস, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, উপযুক্ত আবাসন ও স্যানিটেশন, নিয়মিত শারীরিক সক্রিয়তা, খেলাধুলার মাঠ ও অবকাঠামো সুবিধা, অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার, ফাস্ট ফুডসহ ট্রান্সফ্যাটযুক্ত অস্বাস্থ্যকর খাবার, সুগার-সুইটেন্ড বেভারেজ, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার এবং সর্বোপরি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ-প্রতিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা দরকার। কারণ, এ সংক্রান্তে গৃহীত কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এ পরিস্থিতি দক্ষতার সাথে মোকাবেলার জন্য ২০ আগষ্ট ২০২৫ তারিখে ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত 'যৌথ ঘোষণা' স্বাক্ষর করেছে এবং পরবর্তিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে 'সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে। আজ এ কমিটির প্রথম সভা আহবান করা হয়েছে। অত:পর তিনি কমিটির সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব নাসিমুল গণিকে প্রারম্ভিক বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

০৩। প্রারম্ভিক বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ২০ বছর আগে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, দৈনন্দিন ভিত্তিতে মানুষের হাঁটার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে কাজ করতে দেখা যায়। বিদেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধরন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক সক্রিয়তা ও খেলাধূলা, নিরাপদ খাদ্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণন, খাদ্য মান ও গুণ বিষয়ক সচেতনতা, সমাজ কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত অভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিশেষ করে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার পরিহারসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইশতেহারে বর্ণিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ' গড়তে হলে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আমাদের

সকলের একসাথে কাজ করতে হবে। এ জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কে, কী করবেন তা সুনির্দিষ্ট করা, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনাদের বিশেষ নজরদারি এবং নেতৃত্ব প্রয়োজন। আশা করা যায়, আজকের এ সভার মাধ্যমে আপনাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতামত ও সুপারিশ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্তে ইতোমধ্যে প্রণীত 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়ন কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হবে।

০৪। সভার এ পর্যায়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার ডা. ফারজানা ডরিন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশনের মাধ্যমে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ: 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপের সম্ভাব্য রূপরেখা, সহযোগিতার ক্ষেত্র, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

০৫। সভাপতি উপস্থিত সিনিয়র সচিব/সচিব ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মতামত, পরামর্শ ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য আহবান জানান।

০৬। অর্থ বিভাগের সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেটে বরাদ্দ প্রায় ১০০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরগুলোতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রত্যাশা থাকবে বরাদ্দকৃত অর্থ যেন ১০০% ও যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়।

০৭। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: ফাহিমুল ইসলাম তার মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্যবান্ধব নানান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এজন্য ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়েছে। রেলওয়ে স্টেশন ও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি; রোগী, বয়স্ক, নারী ও শিশু এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করে মানসিক চাপ কমানো, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার, সর্বোপরি ধূমপানমুক্ত ও যাত্রীসহায়ক রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের কাছে পৃথক কোডে অর্থ বরাদ্দও চাওয়া হয়েছে।

০৮। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার জানান, শ্রম ঘন এলাকায় শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে।

০৯। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম গৃহিত কার্যক্রমের বর্ণনায় বলেন যে, নগর এলাকায় খেলার মাঠ, পার্ক উদ্ধারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাতিরঝিল, গুলশান এলাকার সেফটি ট্যাংক ও সোক-ওয়েল যথাযথভাবে না থাকায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ সকল বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কাজ চলমান থাকবে এবং 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসবে।

১০। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম উল্লেখ করেন, গণপূর্ত, ভূমি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রতিটি জেলা-উপজেলায় খেলার মাঠ কার্যকরভাবে চালু করা একং প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ বিঘা জমি বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে উন্মুক্ত খেলার মাঠ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। তিনি আরো প্রস্তাব করেন, প্রত্যেক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে জিমনেশিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়ন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপ খোলা প্রয়োজন।

১১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান সভায় জানান, তামাকজাত দ্রব্যের উপর বিশ্বের সর্বোচ্চ ৮৩% ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ জন্য এনবিআর ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। অবৈধ তামাকজাত দ্রব্য ধ্বংসের জন্য নিয়মিত অভিযান পরিচালনা চলমান রয়েছে।

১২। পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব এস এম শাকিল আখতার বলেন যে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক বিষয়বস্তু প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন গৃহীত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্টে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করতে পারে এবং 'যৌথ ঘোষণা' কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে তা সহায়ক হতে পারে।

১৩। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ সভাকে অবহিত করেন, দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা ব্যয়ের বিপরীতে সরকারি আর্থিক সহায়তা ৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করেছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এছাড়াও বিভিন্ন শিশু কেন্দ্র ও প্রতিবন্ধী কেন্দ্রে শারীরিক সক্রিয়তা, প্রত্যাশিত জীবনযাপন পদ্ধতি ও ধূমপান বিষয়ক সচেতনতার কাজ চলমান রয়েছে।

১৪। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ দাউদ মিয়া বলেন, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় উন্মুক্ত স্থানে শরীরচর্চা ও ব্যায়াম কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত একজন শিক্ষককে 'শারীরিক চর্চার শিক্ষক' হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা যায় এবং তাকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনার পদক্ষেপ নেয়া যায়।

১৫। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ সভায় জানান, গবেষণায় দেখা গেছে ইসলামিক জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা সম্ভব। প্রত্যেক মসজিদে ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার পরীক্ষার সরঞ্জামাদি রাখা যেতে পারে।

১৬। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বর্তমানে একটি গুরুতর সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আইনগত ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাঠপর্যায়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে সরকারের মাদক বিরোধী কঠোর অবস্থান বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের আহব্বান জানান তিনি।

১৭। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আতাউর রহমান খান সভাকে অবহিত করেন যে, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবে। আমদানি নীতিমালাসহ পরবর্তিতে যেকোন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হবে।

১৮। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মিজ্ ফারাহ শাম্মী বলেন, ময়মনসিংহে বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের প্রত্যেক সভায় অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নের ওপর আলোচনা করেছেন। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য কমিটি, ক্রীড়া কমিটিসহ অন্যান্য পর্যায়ে এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা করেছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ যেমন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে সকাল বেলা সমবেত মানুষকে শারীরিক সক্রিয়তায় সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

১৯। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রায়হান কাওছার উল্লেখ করেন, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি। দেশের বিভিন্ন স্থানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স এবং শব্দদূষণ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তিনি আরো বলেন 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে গৃহিত কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রণয়ন করা হবে।

১৫৮

২০। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবু তাহের মো: মাসুদ রানা বলেন যে, নিরাপদ খাদ্যের স্বার্থে ট্রান্সফ্যাট ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ ও সোডিয়ামের মাত্রা কমানোসহ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২১। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ সভাকে অবহিত করেন যে, কৃষি খাতে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প জৈব ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রসারের মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

২২। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব আবদুল খালেক সভায় জানান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠগুলো সক্রিয় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন কারিকুলামে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার বিষয়গুলো অধিক গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শরীরচর্চায় অভ্যস্ত করা হবে।

২৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস প্রস্তাব করেন যে, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক যে কর্মপরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে তা যথাযথভাবে মনিটর করার জন্য একটি ইলেক্ট্রনিক ড্যাশবোর্ড চালু করা যেতে পারে। তিনি শিশু, নারী, প্রবীণ স্বাস্থ্য, কমিউনিটির অংশগ্রহণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যচর্চা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ এহছানুল হক সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন, পদ সৃজন বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পর কাজ শুরু হবে এমন মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা না করে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, প্রত্যেকটা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্বে একজন শিক্ষক 'শরীর চর্চা শিক্ষক' হিসেবে প্রতিষ্ঠানে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি শিশু-কিশোরদের নিয়মিত পিটি, খেলাধুলা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শারীরিক সক্রিয়তা নিশ্চিত করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শরীর চর্চা শিক্ষক'-এর পদ না থাকলে একজন উপযুক্ত শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে তাকে আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২৫। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডা. আহমেদ জামশীদ মোহামেদ উল্লেখ করেন, অন্যান্য অনেক দেশের মতো অসংক্রামক রোগ বর্তমানে বাংলাদেশেও একটি জাতীয় সংকট। এটি কেবল স্বাস্থ্যের কোনো একক ইস্যু নয়, বরং একটি বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জ। অসংক্রামক রোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হলো স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিক নির্ধারকসমূহ। এর মধ্যে রয়েছে বাজারে বিভিন্ন পণ্যের সহজলভ্যতা, বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া। তামাকের মতোই অতিরিক্ত চিনিযুক্ত পানীয়ের মতো অস্বাস্থ্যকর পণ্যগুলো এই বাণিজ্যিক স্বার্থ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং তা অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রমাণনির্ভর পদক্ষেপ ছাড়া এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব নয়। তিনি আরও জানান যে, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের এই অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

২৬। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে জারিকৃত সমন্বয় কমিটির প্রজ্ঞাপনের প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, স্বাক্ষরকারী ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের

সিনিয়র সচিব/সচিব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য অবশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে তিনি অনুরোধ জানান।

২৭। সভাপতি বলেন যে, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধির মধ্যে কীভাবে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর অবদান রাখতে পারে, সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সচিব/সচিব তা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করবেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা দাখিল করবেন। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্তে 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি আগামীতে সুবিধাজনক সময়ে ১০ মিনিটের উপস্থাপনার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদকে অবহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৮। উপর্যুক্ত আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি নিম্নোক্ত সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়ঃ

ক্রম	চিহ্নিত সহযোগিতার ক্ষেত্র	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
০১	১. প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক গৃহিত নীতি, কর্মকৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে 'Health in all policy' বিষয়ক নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান, জাতীয় নীতি, কৌশল, বাজেট বরাদ্দ, আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন কার্যক্রমকে উচ্চ পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান; ২. অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক সরকারি ও সর্বাত্মক সামাজিক (whole of the Government and Whole of the Society) পদ্ধতিতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সকলকে সহযোগিতা প্রদান ৩. 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহায়তা প্রদান ৪. প্রণীত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক, মানবসম্পদ ও কারিগরি সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ৫. গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি তদারকি, সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ এবং পর্যালোচনা ৬. বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক নিরসনের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান ৭. বার্ষিক সমন্বিত অগ্রগতি প্রতিবেদন ও অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০২	১. মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে গৃহিত নীতি ও কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে মনোনয়ন প্রদান; ২. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের উত্তম চর্চা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত উদ্যোগ (WHO NCD Best Buys intervention) সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং এসব সুপারিশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

	৩. মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, আর্থিক সম্পদ ও বাজেট বরাদ্দ চিহ্নিত করা এবং বার্ষিক ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) মাধ্যমে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ৪. বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ	
০৩	১. পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ও টেমপ্লেট উন্নয়ন ২. অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রমাণভিত্তিক নীতি, হস্তক্ষেপ এবং সূচক সম্পর্কিত কারিগরি সহায়তা প্রদান ৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান ৪. সক্ষমতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় জোরদারে সহায়তা প্রদান ৫. অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্জন নথিভুক্তকরণ এবং উত্তম চর্চা বিনিময়ে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান;	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-সহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা

২৯। চিহ্নিত অগ্রাধিকার ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ
০১	মন্ত্রণালয় ভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন	অতি জরুরি ভিত্তিতে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্তে 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক একজন করে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
০২	'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে 'যৌথ ঘোষণা' স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ ও পরিমাপযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
০৩	মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা	বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন মনিটরিং কাঠামো, পরিমাপযোগ্য সূচক এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা ব্যবস্থার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে।	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
০৪	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি কম্পোনেন্ট সংযুক্তকরণ	প্রত্যেক মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন গৃহীত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্টে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করতে পারে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
০৫	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	কর্মকর্তাদের মধ্যে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ সংক্রান্তে 'যৌথ ঘোষণা' কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

	সম্পর্কিত মডিউল অন্তর্ভুক্তকরণ	প্রতিষ্ঠানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মডিউল প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করবে।	
০৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শরীর চর্চা শিক্ষক'-এর দায়িত্ব প্রদান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শরীর চর্চা শিক্ষক'-এর পদ না থাকলে একজন উপযুক্ত শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পিটি, খেলাধূলা ও শারীরিক সক্রিয়তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত 'শরীর চর্চা শিক্ষক'-এর জন্য আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
০৭	সমন্বয় কমিটির পুনর্গঠন	'যৌথ ঘোষণা'য় স্বাক্ষরকারী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয় কমিটির প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা যেতে পারে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
০৮	'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদকে অবহিতকরণ	অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্তে 'যৌথ ঘোষণা' বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি আগামীতে সুবিধাজনক সময়ে ১০ মিনিটের উপস্থাপনার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদকে অবহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৩০। সভাপতি উপস্থিত সকলের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি সহযোগিতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০১/০৭/২৬

নাসিমুল গনি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
ও
সভাপতি
অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত 'সমন্বয় কমিটি'

স্মারক নম্বর : ৪৫.০০.০০০০.১৬৮.২৪.০০২.২৬- ৩০৬ (ক)

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩ / ০১ জুলাই ২০২৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর

১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৬. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, রেলভবন, ঢাকা
৭. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৩. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা
১৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
১৫. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
২০. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৪. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৯. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩০. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩১. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩২. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩৩. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৪. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
৩৬. WHO Representative to Bangladesh, WHO Country Office, Dhaka

২/৭/২৫
মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ও
সদস্য সচিব
অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত 'সমন্বয় কমিটি'
ফোন: ০২-২২৩৩৫৭১৯৯
ই-মেইল: secretary@hsd.gov.bd

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)